ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ফের করণ জোহরকে কটাক্ষ কঙ্গনার

পৃঃ ৫

মৌসুম শুরুর আগেই এমবাপ্পের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করতে চায় মাদ্রিদ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২১৫ ● কলকাতা ● ১৯ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ০৫ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

## পঞ্চায়েতে বাক্স বদল,

# অভিযোগ শুভেন্দুর

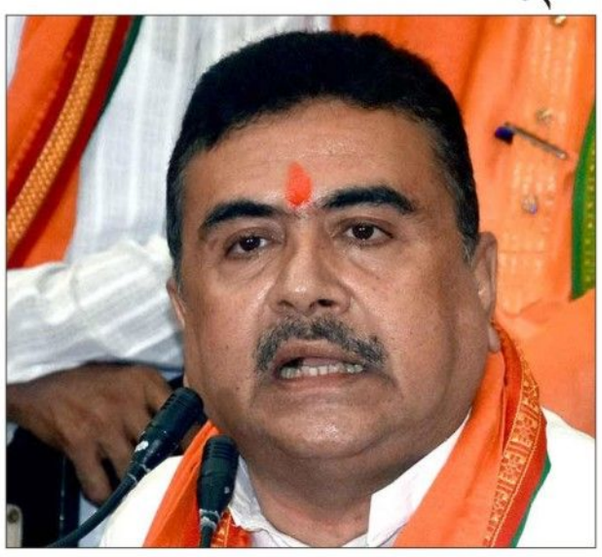

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রশাসনের মদতে ব্যালট বাক্স বদল করে বিজেপি প্রার্থীদের হারানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে দলীয় সভায় তিনি দাবি করলেন, "এ বার সুষ্ঠু ভোট হলে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি-সহ সাত-আটটি জেলা পরিষদ একক ভাবে বিজেপি ক্ষমতা দখল করত।" যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব সে দাবি মানেননি।বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ও প্রশাসন অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে পুরুলিয়ার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। পুরুলিয়ার জেলা তৃণমূল সভাপতি সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অলক মুখোপাধ্যায় দাবি করেন, "লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে জিতেও তাঁদের মানুষের পাশে দেখা যায়নি। ভোট ও গণনার দিনে তাঁদের এজেন্ট থাকার পরেও এখন এই অভিযোগ তোলার কোনও মানে নেই। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছেন।' 'প্রশাসনের তরফেও অভিযোগ মানা হয়নি।

এ দিন সভায় শুভেন্দু দাবি

এরপর ৩ পাতায়

## বেহালার পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।সূত্রের খবর, নির্দেশ দিয়েছেন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের। খাস কলকাতায় সাতসকালে ঘটে গিয়েছে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ বাবার সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সৌরনীল সরকার।কিন্তু স্কুলে আর যাওয়া হয়নি।ঘটনার প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা ডায়মন্ড হারবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। পড়ুয়ার মৃতদেহ আটকে রেখেই বিক্ষোভ চলে। বেশ কয়েকটি বাসে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। দফায় দফায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় উত্তেজিত জনতার সঙ্গে। কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ।ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে তিনি জানিয়েছেন, কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। দুর্ঘটনার কয়েকঘন্টা পর ঘাতক লরির চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।রাস্তা পেরনোর সময় লরির ধাক্কায় প্রাণ গিয়েছে তার। বাবা সরোজ কুমার হাসপাতালে। সকাল থেকে স্থানীয়দের তীব্র বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বেহালায়। এবার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই তিনি ঘটনা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যসচিবের সঙ্গে। লালবাজারে রিপোর্ট তলব করেছে নবান্ন। মুখ্যসচিব কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে ঘটনা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন বলেও খবর সূত্রের। শুক্রবার

এরপর ৩ পাতায়

## জ্ঞানবাপীতে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার

# অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট

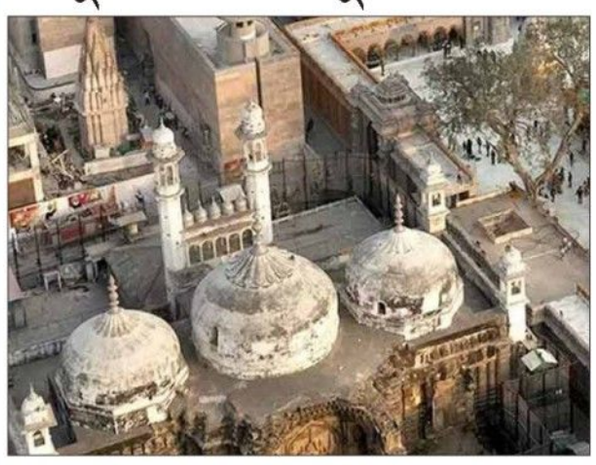

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বৃহস্পতিবারই এলাহাবাদ হাই কোর্ট রায় দিয়েছে, সুবিচারের স্বার্থেই জ্ঞানবাপীতে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালানো দরকার। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মসজিদ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শুক্রবার শীর্ষ আদালতও জ্ঞানবাপীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার সপক্ষেই রায় দিল।এদিকে, এদিনের সুপ্রিম-রায়ের পর খুশির হাওয়া বেনারস জুড়ে। শুক্রবার ভোরবেলা থেকেই জ্ঞানবাপী এলাকায় বিশাল পরিমাণ নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন রয়েছে। সূত্র বলছে, প্রাথমিক ভাবে সমীক্ষকরা মূলত স্থানটি পরিদর্শন করে ছবি তুলেছেন। এখনও জ্ঞানবাপীর কোনও অংশ ভাঙা পড়েনি। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে ৬ জন আইপিএস। প্রায় পাঁচশো পুলিশ। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে মুসলিম পক্ষের আইনজীবী হুফেজা আহমাদি দাবি করেন, এএসআই 'ইতিহাস খুঁড়তে শুরু করেছে'। এর ফলে ওই স্থানের উপাসনা আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। মসজিদ কমিটির আরও দাবি, এই সমীক্ষার ফলে পুরনো ক্ষত আবার নতুন করে জেগে উঠতে পারে।উল্লেখ্য, আজ ভোরবেলাই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এএসআই সমীক্ষা শুরু করেছে জ্ঞানবাপীতে।

জ্ঞানবাপীতে বৈজ্ঞানিক

এরপর ৩ পাতায়


পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-১৩১।



একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

| বোর্ড/কাউন্সিল | | মোট পরীক্ষার্থী | স্টার | প্রথম বিভাগ | দ্বিতীয় বিভাগ | সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBSE | ছাত্রী | ২৮ | ০৩ | ২০ | ০৫ | ৫৮১ |
| | ছাত্র | ০৯ | ০৩ | ০৪ | ০২ | ৫৬৬ |
| | সর্বমোট | ৩৭ | ০৬ | ২৪ | ০৭ | |

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

| বোর্ড/কাউন্সিল | | মোট পরীক্ষার্থী | >90 % | 90-80 % | স্টার মার্কস | সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBCHSE | ছাত্রী (বিজ্ঞান) | ০৮ | ০১ | ০৮ | ০৮ | ৪৬২ |
| | ছাত্র (বিজ্ঞান) | ০৬ | ০১ | ০৬ | ০৬ | ৪৫৪ |
| WBCHSE | ছাত্রী (কলা) | ১৬ | ০০ | ১৪ | ১৬ | ৪৪১ |
| | ছাত্র (কলা) | ০২ | ০০ | ০২ | ০২ | ৪৪১ |
| | সর্বমোট | ৩৭ | ০৬ | ২৫ | ৩২ | |

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই

- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

## চব্বিশে একা জিততে পারবেন না

# বুঝেই এবার নওশাদের আইএসএফের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন মমতা..,চাঞ্চল্যকর দাবি শুভেন্দুর

**কলকাতা: নিউজ সারাদিন :** সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের পর এবার তৃণমূলের সঙ্গে জোট বাঁধতে নওশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ-এর দিকে হাত বাড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝে গিয়েছেন, তিনি একা লড়াই করে লোকসভা ভোটে জিততে পারবেন না।পটনা এবং বেঙ্গালুরুর বৈঠককে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু এও বলেন, "যে রাহুল গান্ধিকে তিনি এক সময় ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন এখন তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী বলছেন মাই ফেভারিট রাহুল। কিন্তু ওসব করে কোনও লাভ হবে না। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ মানুষ বর্তমানে তৃণমূলের পতন চায়।'' বিরোধী দলনেতার জোর গলায় দাবি, "সংখ্যালঘুদের সিএএ আর এনআরসি-র ভয় দেখিয়ে আর শেষরক্ষা হবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'নো ভোট টু' মমতার ক্ষেত্রে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে এমন রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপির প্রতিই এ রাজ্যের মানুষের আস্থা রয়েছে।"তাই চব্বিশের ভোটে সিপিআইএম ও কংগ্রেসের পাশাপাশি এবার নওশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ দলের দিকেও এখন হাত বাড়াচ্ছেন তিনি।"

ভাঙড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় দিবস পালনে তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার পক্ষ থেকে ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদকে আমন্ত্রণ জানানো প্রসঙ্গে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, "গত পঞ্চায়েত ভোটে বিডিওদের সাহায্যে ভোট লুঠ করেছে শাসক দল। অবাধ ভোট হলে সব জায়গায় পরাজিত হত তৃণমূল। ব্যালট পেপার খেতেও দেখা গিয়েছে। তৃণমূল বুঝে গিয়েছে লোকসভায় আর ব্যালট বা ইভিএম খেয়ে বাংলায় ভোট লুট করা যাবে না। তাই এখন নওশাদ সিদ্দিকীর দলের দিকেও হাত বাড়াচ্ছে তৃণমূল।"শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে শুভেন্দু বলেন, "লোকসভার ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চটিপড়া পুলিশ থাকবে না। সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বাহিনীর মাধ্যমে ভোট হবে। যে সিপিআইএমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সেই সিপিআইএমের সঙ্গে এখন তিনি হাত মিলিয়েছেন।"

## PPL India (পিপিএল ইন্ডিয়া), সঞ্জয় ট্যান্ডনকে

# একজন স্বতন্ত্র ডাইরেক্টর হিসাবে নিয়োগ করছে, যা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির পার্টনারশিপে এক নতুন যুগের সূচনা করবে

**কলকাতা, ৪ঠা আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন :** দেশের মধ্যে ৪ মিলিয়নেরও বেশি দেশীয় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাষায় রেকর্ড করা সাউন্ড ও মিউজিকের লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণের কাজ সুষ্ঠুভাবে করে চলা, আশি-বছরের পুরনো মিউজিক লাইসেন্সিং কোম্পানি, PPL India (পিপিএল ইন্ডিয়া), মিঃ সঞ্জয় ট্যান্ডনকে নিয়োগ করতে পেরে খুবই আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছে। মিঃ সঞ্জয় ট্যান্ডন হলেন ভারতে কপিরাইট প্রশাসন ও পরিচালনার ব্যাপারে এক প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব যিনি বর্তমানে ইন্ডিয়ান সিঙ্গার্স রাইটস অ্যাসোসিয়েশন (ISRA)-এর সিইও। তিনি বিগত ২৭ বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে চলেছেন এবং তিনিই দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম মিউজিক জগতে একত্রিত কপিরাইট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্যটি হল সমস্ত আর্টিস্ট/মিউজিশিয়ান ও মিউজিক কোম্পানিদের একত্রিত করা যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখা প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি জীবন্ত ও সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব হয়। তাঁর নিয়োগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে মিঃ ট্যান্ডন বলেন, "আমি PPL India (পিপিএল ইন্ডিয়া)-র ডাইরেক্টর বোর্ডের একজন হতে পেরে নিজেকে সম্মানিত মনে করছি। আমি একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে আমাদের মধ্যে সহযোগিতা, বোঝাপড়া ও ঐক্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা এমনই একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সমর্থ হব যা আমাদের প্রত্যেকের অবস্থার উন্নতি করতে পারবে. আমি বোর্ড তথা ম্যানেজমেন্ট টিমের সাথে কাজ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি। আমার লক্ষ্য হল PPL India (পিপিএল ইন্ডিয়া)-এর বিকাশের জয়যাত্রা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তা নিশ্চিত করা। আমি তাছাড়াও আমার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে ভারতে একটি সুস্থ কপিরাইট পরিবেশ তৈরি করার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাব যেখানে কপিরাইটের মৌলিক আদর্শকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় এবং তার ফলে ব্যবহারকারী এবং আর্টিস্ট/মিউজিক সংস্থার কর্ণধারদের কমিউনিটি, উভয়েরই সমষ্টিগত ভাবে উন্নতি করার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।"

PPL India (পিপিএল ইন্ডিয়া)-এর চেয়ারম্যান, মিঃ মান্দার ঠাকুর বলেন, "একজন স্বতন্ত্র ডাইরেক্টর হিসাবে মিঃ সঞ্জয় ট্যান্ডনকে আমাদের বোর্ডে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত ও গর্বিত। তাঁর কৌশলী দর্শন ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে তিনি ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে চলেছেন। তাই আমার বিশ্বাস যে সঞ্জয় PPL India (পিপিএল ইন্ডিয়া)-কে মিউজিক জগতের সমস্ত শিল্পীকে একত্রিত করার ব্যাপারে সেতুবন্ধন করতে সমর্থ হবেন এবং তার সাথে এই বিশাল মার্কেটপ্লেসের মধ্যে সমস্ত ধরনের মিউজিক সংস্থার মালিকদের সাথেও একটি ঐক্যমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।"

"আমাদের সিইও, শ্রী সঞ্জয় ট্যান্ডনের পিপিএল বোর্ডে যোগদান একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলেই আমি মনে করি। কারণ আমাদের মিউজিকের জগতে গায়ক ও মিউজিশিয়ানদের সাথে মিউজিক কোম্পানিগুলির পারস্পরিক বন্ধন পরবর্তী কালে অনেক বেশি মজবুত হয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই এই ব্যাপারে খুবই আশাবাদী যে এই ধাপের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি অদূর ভবিষ্যতে আরও বিকশিত হবে এবং তাতে সবাই উপকৃত হবেন।" ISRA-এর চেয়ারম্যান, অনুপ জলোটা একথা বলেন।

"PPL India (পিপিএল ইন্ডিয়া)-এর ডাইরেক্টর বোর্ডে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা সংস্থার পক্ষ থেকে মিঃ সঞ্জয় ট্যান্ডনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানাই। ইন্ডাস্ট্রির কাজকর্মের বিষয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং তার পাশাপাশি ভারতীয় মিউজিকের ইন্ডাস্ট্রির বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান, একত্রিতভাবে আমাদের কোম্পানিকে তথা PPL-এর বোর্ড ও ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান সংযুক্তিকে সূচিত করছে, যা সবার পক্ষেই মঙ্গলজনক বলে আমি বিশ্বাস করি।"PPL India (পিপিএল ইন্ডিয়া)-এর এম.ডি. জি.বি. আয়ীর একথা বলেন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

## জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃত তিন পরিবারের

# হাতে তুলে দেওয়া হল ২ লক্ষ টাকার চেক

**মালদা: সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন :** মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জির ঘোষণা মতোই মালদায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃত তিন পরিবারের হাতে দুই লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হলো। পাশাপাশি ওই তিন পরিবারের একজন করে সদস্যকে হোমগার্ডে চাকরি দিন দশেকের মধ্যে দেওয়ারও কথা জানানো হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। শুক্রবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে সরকারি এই চেক বিলির কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, বস্ত্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

## শান্ত হোন, নাহলে বাড়িতে ইডি চলে যাবে',

# সংসদে দাঁড়িয়েই 'হুমকি' মন্ত্রীর

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ইডি-সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহার করে ভয় দেখানো হচ্ছে বিরোধীদের। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এবার খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই যেন সেই অভিযোগে সিলমোহর দিয়ে দিলেন। সংসদে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বিরোধীদের একপ্রকার হুমকির সুরে বলে দিলেন, 'চুপ করুন, নাহলে বাড়িতে ইডি চলে যেতে পারে।'বস্তুত, মোদি জমানায় কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অতিসক্রিয়তা নিয়ে অভিযোগ পুরনো। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ পেলে ইডি অত্যধিক দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছে। সেটা তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে হোক, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হোক বা ডিকে শিবকুমারের বিরুদ্ধে। সেটা নিয়ে বিরোধীরা এর আগে সংসদেও সক্রিয় হয়েছেন। এবার সেই সংসদেই মন্ত্রিসভার সদস্য দিলেন পালটা হুমকি। বৃহস্পতিবার সংসদে দিল্লি সার্ভিসেস বিল নিয়ে আলোচনার সময় যথারীতি হট্টগোল করছিলেন বিরোধী সাংসদরা। সেসময়ই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা দিল্লির সাংসদ মীনাক্ষী লেখি বিরক্ত হয়ে উঠে বলেন,'এক মিনিট। চুপ করুন, চুপ করুন। শান্ত হন। নাহলে আপনাদের বাড়িতে ইডি চলে যেতে পারে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই বক্তব্যকে হুমকি হিসাবেই দেখছেন বিরোধীরা। একযোগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব বিরোধীরা। এনসিপি ক্লাইড ক্রাসটো সোজা বলে দিচ্ছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সরাসরি হুমকি দিয়েছেন। বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে যে অভিযোগ করে আসছে, সেটাই প্রমাণিত হল। তৃণমূলের মুখপাত্র সাকেত গোখলে বলছেন, এটা আসলে প্রকাশ্যে হুমকি। সংসদে দাঁড়িয়ে এভাবে ইডির নামে হুমকি দেওয়াটা নিন্দনীয়।

## আত্মসম্মানের সঙ্গে সমঝোতা করে

# তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ক্ষমা করবেন। আত্মসম্মান খুইয়ে কাজ করতে পারব না।' একথা বলেই বিচারপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন বম্বে হাই কোর্টের বিচারপতি রোহিত দেও। এছাড়াও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মামলার রায় শুনিয়েছিলেন বিচারপতি রোহিত দেও। ২০১৭ সাল থেকে বম্বে হাই কোর্টের বিচারপতির পদে ছিলেন তিনি। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি পদত্যাগ করলেন। কিন্তু ঠিক কী কারণে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন, তা স্পষ্ট নয়।নাগপুরে বম্বে উচ্চ আদালতের একটি বেঞ্চ রয়েছে। শুক্রবার সেখানে কার্যত সকলকে চমকে দিয়েই এই গোষণা করে দেন বিচারপতি দেও।বলে দেন, আত্মসম্মানের সঙ্গে সমঝোতা করে তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, 'এই মুহূর্তে কোর্টে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি আপনাদের ধমক দিয়েছি যাতে কাজের উন্নতি হয়। আপনাদের কারও মনে কষ্ট দিতে চাইনি। আমরা সবাই

এরপর ৩ পাতায়

## সমবায় মন্ত্রকের এই প্রয়াস কোটি কোটি বিনিয়োগকারীর

# মনে আস্থা ও বিশ্বাসের সঞ্চার করেছে

**নতুন দিল্লি, ৪ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন :** নতুন দিল্লিতে আজ সিআরসিএস সাহারা রিফান্ড পোর্টালের মাধ্যমে সাহারা গ্রুপ অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিজের প্রকৃত আমানতকারীদের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। এই উপলক্ষে এই প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী বি এল ভার্মা, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী বি শুভাস রেড্ডি, কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের সচিব শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং চারজন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি। যে আমানতকারীরা আজ অর্থ ফেরত পেলেন তাদের কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন। শ্রী অমিত শাহ বলেন, মোদী সরকার দেশের প্রতিটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের অধিকার রক্ষা এবং দরিদ্রতম ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর সমস্যার সমাধানে দায়বদ্ধ। সমবায় মন্ত্রক এই লক্ষ্যে আজ এক বড় সাফল্য অর্জন করল। আমানতকারীদের জমা করা অর্থ রেকর্ড সময়ে ফিরিয়ে দিতে সবকটি এজেন্সি প্রশংসনীয় কাজ করেছে, তাদের জন্যই আমানতকারীরা অর্থ ফেরত পাচ্ছেন। চলতি বছরের ১৮ জুলাই, সিআরসিএস সাহারা

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

# পঞ্চায়েতে বাক্স বদল, অভিযোগ শুভেন্দুর

করেন, বিষ্ণুপুর মহকুমার ইন্দাস, জয়পুর, পাত্রসায়র, কোতুলপুর চারটি ব্লকে তাঁদের দলের প্রার্থীদের একটিও মনোনয়ন করতে দেওয়া হয়নি। তার পরেও রাজ্যে ৫৪ হাজার আসনে পদ্মফুল প্রতীকের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। প্রত্যাহারের সময় আরও সাত হাজার প্রার্থীকে তুলে দেওয়া হয়। ৪৭ হাজার আসনে তাঁরা লড়াই করেন।তাঁর অভিযোগ, "ভোটের দিন আধাসেনা ও অন্য রাজ্য থেকে আসা আর্মড পুলিশকে বসিয়ে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যাডাররা ভোট লুট করতে নেমে পড়ল। সিসিটিভি অচল করে দেওয়া হয়। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসকের নেতৃত্বে বিডিওরা দ্বিগুণ ব্যালট পেপার ছাপিয়ে পুলিশের সাহায্যে রাতে ডিসিআরসি-তে বাক্স বদল করলেন। ভোটগণনার নামে প্রহসন করা হয়েছে।" ইতিমধ্যে ঝালদা ১ ও বড়জোড়ার বিডিওদের বিরুদ্ধে গণনায় কারচুপির অভিযোগে মামলা করেছে কংগ্রেস ও সিপিএম।

১-ম পাতার পর

# বেহালার পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

সকালে মাটি বোঝাই লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ গিয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সৌরনীল সরকারের। দুর্ঘটনার পরেই ওই পড়ুয়ার বাবা সরোজকুমার সরকারকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এসএসকেএম-এ। এই মুহূর্তে সেখানকার ট্রমা কেয়ার সেন্টারে রয়েছেন তিনি। তাঁর বাঁ পায়ের ফিমার বোন ভেঙে গিয়েছে, করতে হবে অস্ত্রোপচার। ঘটনাস্থলে জখম হয়েছেন জয়েন্ট সিপি ট্রাফিক।

১-ম পাতার পর

# জ্ঞানবাপীতে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট

সমীক্ষা চালালে মসজিদ ভেঙে পড়তে পারে এই দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল কর্তৃপক্ষ। তবে সেই দাবি খারিজ হয়ে গিয়েছে এলাহাবাদ হাই কোর্টেই। এবার সুপ্রিম কোর্টও অনুমতি দিল বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, এএসআইয়ের দাবি, তারা ওই স্থানের কোনও ক্ষতি না করেই সমীক্ষা চালাবে।

## সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির ৩৮তম বৈঠকে

# সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ

**নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন :** কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ নতুন দিল্লিতে সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির ৩৮তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের দ্বাদশ খণ্ড অনুমোদিত হয়, যা রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর বছরে প্রধানমন্ত্রী দেশের সামনে যে পঞ্চপ্রাণ-এর আদর্শকে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে দুটি হল 'ঐতিহ্য' এবং 'দাসত্ব'-এর চিহ্ন মোচন। শ্রী শাহ বলেন, এই দুই প্রাণ-এর ১০০ শতাংশ রূপায়ণের লক্ষ্যে সমস্ত সরকারি ভাষাকে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করলে ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলে জানান তিনি। আঞ্চলিক ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সরকারি ভাষাও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে জানিয়ে তিনি বলেন, আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষার কোনও প্রতিযোগিতা নেই। সমস্ত ভারতীয় ভাষার যথাযথ প্রসার ঘটলে দেশ শক্তিশালী হবে। শ্রী শাহ বলেন, যত ধীরেই হোক না কেন, কোনরকম বিরোধিতা ছাড়াই সরকারি ভাষাকে গ্রহণের মানসিকতা গড়ে ওঠা দরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চিকিৎসা পাঠক্রম ১০টি ভাষায় শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। খুব শীঘ্রই সমস্ত সরকারি ভাষাতেই তার সুযোগ পাওয়া যাবে এবং তা সম্ভব হলে আঞ্চলিক ভাষা এবং সরকারি ভাষার উত্থানের প্রকৃত শুভলগ্ন সূচিত হবে।

তিনি বলেন, ভারতীয় ভাষার প্রসার ঘটাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যেরকম গর্বের সঙ্গে হিন্দি এবং অন্য ভারতীয় ভাষাকে বিশ্বমঞ্চের সামনে তুলে ধরেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী সংসদে কখনই ইংরেজিতে কোনও ভাষণ দেননি এবং সরকারের মন্ত্রীরাও সবসময়ই চেষ্টা করেন ভারতীয় ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে যোগসূত্রের আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, সরকারি ভাষার গ্রহণযোগ্যতা কোনও আইন বা নির্দেশিকা মেনে হয় না, তা হয় সদিচ্ছা, উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, নানা ভাষা আমাদের দেশের ঐক্যকে ধরে রেখেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের ৯টি খণ্ড অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০১৯-এর পর থেকে তিনটি খণ্ড অনুমোদিত হয়। তিনি জানান, এইসব খণ্ডগুলি বিষয়ভিত্তিক। দ্বাদশ খণ্ডটি 'সরলীকরণ' সংক্রান্ত। শ্রী অমিত শাহ সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সমস্ত সদস্যকে ধন্যবাদ জানান এবং তিনি আস্থা প্রকাশ করে বলেন যে আগামীদিনেও সরকারি ভাষার প্রচার এবং প্রসারে এই কমিটি কাজ করে যাবে। সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী ভরতৃহরি মাহতাব, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় কুমার মিশ্র এবং শ্রী নিশীথ প্রামাণিক সহ কমিটির অন্য সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

## সংসদে ফের সিংহগর্জন হবে', আশা কংগ্রেসের,

# রাহুলের 'ফেরা' নির্ভর করছে স্পিকারের উপর

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** মোদি পদবি' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট, রাহুল গান্ধীর শাস্তিতে স্থগিতাদেশ দিতেই কংগ্রেসে শিবিরে রীতিমতো উতসবের মেজাজ। রাহুলের শাস্তি বাতিল হচ্ছে, এ খবর এআইসিসি সদর দপ্তরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে দলের কর্মী-সমর্থকরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন।কিন্তু কংগ্রেসের এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পুরোপুরি নির্ভর করছে স্পিকারের উপর। আসলে কোনও সাংসদের শাস্তি বাতিল হলে কতদিনের মধ্যে তাঁর সাংসদ পদ ফেরাতে হবে, তার কোনও ডেডলাইন কোনও বেঁধে দেওয়া নেই। সেক্ষেত্রে আজ রাহুলের শাস্তি মকুব হল, আর কালই তিনি সাংসদ পদ ফিরে পাবেন, তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। শেষবার লাক্ষাদ্বীপের সাংসদ মহম্মদ ফয়জলের সাংসদ পদ এভাবে ফেরানো হয়েছিল। সেবার হাই কোর্ট ফয়জলের শাস্তি বাতিল করার পরও দীর্ঘদিন তাঁর সাংসদ পদ ফেরায়নি লোকসভার সচিবালয়। পরে আবার সুপ্রিম কোর্টে সংসদের সচিবালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করতে হয় তাঁকে। যদিও সেই মামলার রায় ঘোষণার আগেই শেষপর্যন্ত ফয়জল সাংসদ পদ ফিরে পান। ততদিনে মাসখানেক কেটে গিয়েছে। রাহুলের ক্ষেত্রে স্পিকার কতদিন সময় নেন, সেটাই দেখার। তাতপর্যপূর্ণভাবে, শাস্তি পাওয়ার পর কিন্তু একদিনের মধ্যেই কংগ্রেস নেতার সাংসদ পদ বাতিল হয়েছিল।কেউ মাটিয়ে লুটিয়ে নাগিন ডান্সে মত্ত, কেউ আবার শূন্য দু'বাহু তুলে কীর্তনে ব্যস্ত, কেউ হয়তো ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছেন, কেউ আবার রাহুলের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। এক লহমায় দেখলে মনে হতে পারে, বড় কোনও নির্বাচনে হয়তো সাফল্য পেয়েছে কংগ্রেস।

কংগ্রেস শিবির অবশ্য রাহুলের সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার 'সম্ভাবনা'কে সাফল্য হিসাবেই দেখছে। কংগ্রেসের সরকারি টুইটার হ্যান্ডেলে টুইট করে বলা হয়েছে,'সত্যমেব জয়তে।' রাহুল নিজে অবশ্য বিশেষ উচ্ছ্বাস দেখাননি। তিনি ছোট্ট টুইটে বলেছেন,'পরিস্থিতি যাই হোক, আমার কর্তব্য একটাই। ইন্ডিয়ার ধারণাকে রক্ষা করা।' প্রিয়াঙ্কা গান্ধী গৌতম বুদ্ধর বাণী তুলে ধরে বলেছেন, 'সূর্য, চন্দ্র এবং সত্যি কখনও চাপা থাকে না।' দলের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাতে যেমন বলে দিচ্ছেন, সংসদে আবার সিংহগর্জন হবে। অধীর চৌধুরী, ডিকে সুরেশদের মতো সাংসদরাও উচ্ছ্বসিত। নেতাকে সংসদে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তাঁরা বলে দিচ্ছেন, এবার ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেবেন রাহুল গান্ধী। আসলে এআইসিসি সদর দপ্তরে যে ছবিটা ছিল, সেই একই ছবি দেখা গিয়েছে সংসদেও। কংগ্রেসের সাংসদরাও রীতিমতো নাচাগানার মেজাজে চলে গিয়েছিলেন রাহুলের শাস্তি মকুবের খবরে।

আপাতত রাহুলের সাংসদ পদ কত তাড়াতাড়ি ফেরানো যায়, সেদিকে সচেষ্ট কংগ্রেস। সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রকাশ হওয়ার পরই কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীর চৌধুরী স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে দ্রুততার সঙ্গে রাহুলের সাংসদ পদ ফেরানোর দাবি জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, রায়ের কপি হাতে নিয়ে রাহুল নিজেও যাবেন সংসদের সচিবালয়ে। আসলে কংগ্রেস চাইছে যেভাবেই হোক মণিপুর ইস্যুতে যে অনাস্থা প্রস্তাব সংসদে আনা হয়েছে, সেই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার আগে রাহুলকে সংসদে ফেরাতে। দলের প্রাক্তন সভাপতি লোকসভায় থাকলে, দলের মূল বক্তাও তিনিই হবেন।

## সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর চিকিৎসার জন্য ইডি-কে

# মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

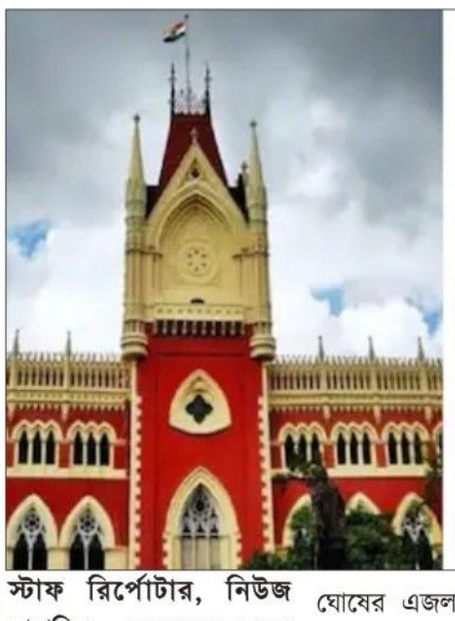

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর চিকিৎসার জন্য ইডিকে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে আজ এই নির্দেশ দেওয়া হয়। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের চিকিৎসার জন্য একটি বোর্ড গঠন করে শারীরিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ইডিকে নির্দেশ দেয় আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী বুধবার।এটা একটা জরুরি পরিস্থিতি। আমি আমার পছন্দ মত হাসপাতালে চিকিতসা করাতে চাই।" - সওয়াল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর আইনজীবীর। তিনি তাঁর সওয়ালে আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ হয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে বোর্ড গঠন করা হয়েছে।" উত্তরে বিচারপতি তাঁর মন্তব্যে বলেন, "উনি মুখ্যমন্ত্রী, আর আপনি একজন অভিযুক্ত।"এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মন্তব্য করেন, 'আপনারা তো দিল্লি এইমস থেকে কাউকে আনবেন না। এখানে কমান্ড হাসপাতাল-সহ আরও হাসপাতাল রয়েছে। সেখান থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন।' 'যে চিকিৎসককে দেখাতে চাইছেন তার অন্তত একটা প্রেসক্রিপশন দেখান'- সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর আইনজীবীকে এমনই প্রশ্ন করেন বিচারপতি।

২ পাতার পর

# সমবায় মন্ত্রকের এই প্রয়াস কোটি কোটি বিনিয়োগকারীর মনে আস্থা ও বিশ্বাসের সঞ্চার করেছে

রিভাল্ড পোর্টাল যখন শুরু হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল নথিভুক্তির ৪৫ দিনের মধ্যে প্রকৃত আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ও সরকারের সব এজেন্সিগুলির দ্বারা গঠিত কমিটি অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া এক মাসের আগেই শুরু করে দিয়েছে। ১১২ জন আমানতকারী আজ তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে ফেরত পেয়েছেন, শীঘ্রই অন্য আমানতকারীরাও তাদের টাকা ফেরত পাবেন। সমবায় মন্ত্রকের এই প্রয়াস কোটি কোটি বিনিয়োগকারীর মনে আস্থা ও বিশ্বাসের সঞ্চার করেছে বলে শ্রী শাহ মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, পৃথক সমবায় মন্ত্রক গঠনের সময়ে তাদের সামনে সমবায় কাঠামোর পুনরুজ্জীবন, ৭৫ বছর আগের সমবায় সংক্রান্ত আইনগুলির সময়োপযোগী পরিবর্তন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সমবায়ের উপর হারিয়ে যাওয়া আস্থা পুনরুদ্ধারের মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ছিল। এগুলির মোকাবিলায় সমবায় মন্ত্রক পূর্ণ উদ্যম দিয়ে কাজ করেছে। সাহারা গ্রুপের চারটি সমবায় সমিতিতে কোটি কোটি বিনিয়োগকারী কোটি কোটি টাকা প্রায় ১৫ বছর ধরে আটকে ছিল। সিআরসিএস সাহারা রিফান্ড পোর্টালে এপর্যন্ত প্রায় ৩৩ লক্ষ বিনিয়োগকারী নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। শ্রী অমিত শাহ বলেন, বছরখানেক আগে থেকে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার লক্ষ্যে সমবায় মন্ত্রক একের পর এক বৈঠকের আয়োজন করে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এক জায়গায় এনে সমবায় মন্ত্রক সরকারের অন্য দপ্তরগুলির সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন দাখিল করে। সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে শীর্ষ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে প্রকৃত আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেয়। শ্রী অমিত শাহ বলেন, নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী কিস্তির টাকা আরও কম সময়ে ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিকের আমানত সুরক্ষিত রাখা এবং তাদের আটকে থাকা অর্থ সংবিধানের বিভিন্ন সংস্থানের সাহায্যে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা দেশের সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব। মোদী সরকার সাহারা গ্রুপের সমবায় সমিতিগুলিতে আমানতকারীদের কষ্টার্জিত অর্থের প্রতিটি পাইপয়সা ফেরত দিতে নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছে বলে শ্রী শাহ জানান। প্রথম পর্যায়ে আজ সাহারা গ্রুপের সমবায় সমিতিগুলির ১১২ জন আমানতকারী তাদের আধার সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে ফেরত পেয়েছেন। প্রথম পর্যায়ের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আদালত বান্ধবের সহায়তায় নিরীক্ষক এসংক্রান্ত একটি আদর্শ কার্য প্রক্রিয়া প্রণয়নের কাজ করছেন।

২ পাতার পর

# আত্মসম্মানের সঙ্গে সমঝোতা করে তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়

একটা পরিবারের মতো। আমি আপনাদের জানাতে চাই যে আমি আমার ইস্তফাপত্র জমা দিয়ে দিয়েছি। আত্মসম্মান খুইয়ে কাজ করতে পারব না। আপনারা ভাল করে কাজ করুন।' যদিও পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিচারপতি দেও জানান, বয়ক্তিগত কারণে তিনি পদতয়াগ করেছেন। নিজের ইস্তফাপত্র রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পাঠিয়েও দিয়েছেন। উল্লেখ্য, গতবছর মাওবাদী যোগে গ্রেপ্তার হওয়া দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক জিএন সাইবাবাকে বেকসুর খালাস করেন বিচারপতি দেও। তাঁকে নিম্ন আদালত আজীবন কারাণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বম্বে হাই কোর্টের এই বিচারপতি উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তা খারিজ করে দেন। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়ে বম্বে হাই কোর্টে নাগপুর বেঞ্চকে পুনরায় বিষয়টি শোনার নির্দেশ দেয়।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২১৫ সংখ্যা ০৫ আগস্ট, ২০২৩ শনিবার ১৯ শ্রাবণ, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

# নজরে ইমামদের সভা

রাজ্যের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ঘিরে চাপানউতোর শুরু হল শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে। আগামী ২১ অগস্ট প্রস্তাবিত সভার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। জবাবে তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ, সব কিছুতেই ভোটের অঙ্ক দেখে বিজেপি।সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে ইমামদের উদ্দেশে শুভেন্দু এ দিন বলেন, "ওই সম্মেলনে উপস্থিত নেতা বা শাসক দলে গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন যাঁরা, তাঁদের কাছে বেকারত্বের সমস্যা তুলে ধরুন। রাজ্যের ৫০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের মধ্যে ৭০% সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। জানতে চান, তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কোনও পদক্ষেপ রাজ্য সরকার করছে কি না।" তৃণমূল সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়নের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে আইএসএফ-ও। তাদের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকীর প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী ফিরহাদ জানান, ফুরফুরা শরিফ উন্নয়ন পর্ষদের জন্য ৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। তবে পর্ষদের স্থায়ী দফতরের জন্য জমি খোঁজা হচ্ছে। নওসাদের বক্তব্য, "আমি ফুরফুরার বাসিন্দা ও ভোটার। এত দিন খুঁজেই পাইনি ফুরফুরা উন্নয়ন পর্ষদের দফতর কোথায়! জানতে পারলাম, মহকুমা শাসকের দফতরের একটা অংশকে পর্ষদের দফতর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উন্নয়নের গতি এই রকমই!"নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত থাকার কথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মতো অনেকের। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, "সাগরদিঘির উপনির্বাচনে পরাজয় এবং তার পরে ধারাবাহিক ভাবে সংখ্যালঘুরা দূরে সরে যাওয়ায় লোকসভা ভোটের আগে এই সভার আয়োজন করছে তৃণমূল।" বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ফিরহাদ বলেন, "এই সভার আহ্বায়ক ইমাম সংগঠন। তাঁরাই মুখ্যমন্ত্রীকে ওই দিন উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এখানে রাজনীতি কোথায়?" তিনি বলেন, "বিজেপি সবেতে রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসেব কষে। সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু সকলকেই ওরা শুধু ভোটের হিসেবে মাপে।" মন্ত্রীর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। আমরা সব কিছুকে রাজনীতির প্রেক্ষিতে দেখি না।"মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে হারের পরে সংখ্যলঘু ভোট নিয়ে চিন্তায় পড়েছিল তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা ছাড়াও বেশ কিছু জায়গায় প্রতিরোধ এবং সংখ্যালঘুদের ভোটের প্রবণতার আভাস ভাবনায় রেখেছে তাদের। প্রকাশ্যে না বললেও দলের অন্দরে এই 'ফাঁক' মেরামতির চেষ্টাও শুরু হয়েছে। অন্য দিকে, তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে ভাঙন ধরাতে বিভিন্ন চেষ্টা হচ্ছে বিরোধীদের তরফেও। সূত্রের খবর, এই অবস্থায় সামগ্রিক সরকারি পরিকল্পনা তো আছেই। ফের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের ভাতাবৃদ্ধির কথাও শাসক শিবিরে আলোচিত হয়েছে।

# বাড়ির স্বপ্ন পূরণ হওয়ায়

## কালকাজি দিল্লির আবাসন প্রকল্পের সুবিধাভোগী মহিলারা ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে

**নতুন দিল্লি, ৪ আগস্ট, ২০২৩: নিউজ সারাদিন :** দিল্লির কালকাজি এলাকার মহিলারা 'জাঁহা ঝুগ্গি ওঁহি মকান' প্রকল্পে বাড়ি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। অভিভূত প্রধানমন্ত্রী আজ সেই চিঠি প্রকাশ করেছেন তাঁর ট্যুইট বার্তায়। ওই মহিলারা বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে এই চিঠি তুলে দিয়েছিলেন। তাঁদের স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের জীবনকে সহজ করে তোলায় চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আনন্দিত মহিলারা।

প্রধানমন্ত্রী দরিদ্র মানুষের কল্যাণে তাঁর সরকারের দায়বদ্ধতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

টুইটে তিনি লিখেছেন:

"দিল্লির কালকাজির যে মা বোনেরা 'জাঁহা ঝুগ্গি ওঁহি মকান' প্রকল্পে পাকা বাড়ি পেয়েছেন, তাঁদের চিঠি পেয়ে আমি অভিভূত। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর যখন তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা এইসব চিঠি তাঁর হাতে তুলে দেন। চিঠিতে তাঁরা বলেছেন, কীভাবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এবং তাঁদের জীবনযাপন সহজতর হয়ে উঠেছে। চিঠির জন্য আপনাদের সবাইকে অজস্র ধন্যবাদ! আমাদের সরকার গরিব কল্যাণে কাজ করছে।

## পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

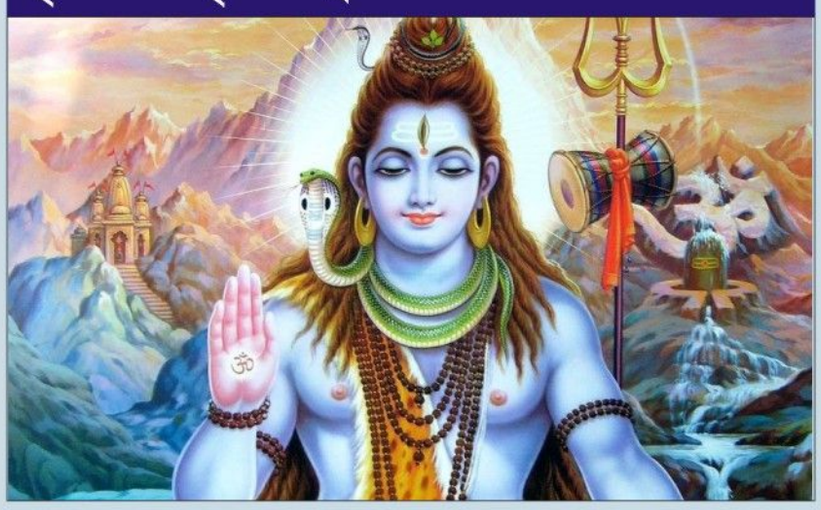

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বয়ং নিজেই আবির্ভূত হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে,এই থেকে জন্ম হয় পৃথিবীর বুকে রাজনীতি। আর এই রাজনীতি করেছিল স্বয়ং ভগবান শিব নিজেই,সেই নাই প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি আজ আর আমরা এখন দেখতে পাই না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# ঈশ্বর কি ! জানার একমাত্র উপায়!

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(শেষ পর্ব)**

মানুষের মধ্যে এই বিভেদে একটা কারণ আছে। মানুষের কর্মফলই এই বিভেদের জন্য দায়ী। সুকর্ম করলে সুফল এবং কুকর্ম করলে কুফল পাওয়া যায়। মানুষের এই শুভাশুভ ফল যাতে সঞ্চিত থাকে তাকে অদৃষ্ট বলে। জীব নিজে তার অদৃষ্টকে জানে, তাই জীবের পক্ষে অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোন চৈতন্যময় সত্ত্বাই এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রন করেন এবং সে চৈতন্যময় সত্ত্বাই ঈশ্বর।

এখন প্রশ্ন হল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? পাত্রভেদে ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে আছে, 'অরূপবদেব হি, তৎপ্রধানত্বাৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম নিশ্চিতভাবেই নিরাকার, কারণ তিনি বেদ ও বেদান্তের প্রধান প্রতিপাদ্য (বর্ণনীয়) বিষয়। পরে বলা হয়েছে- 'তদব্যক্তমু আহ হি' অর্থাৎ শাস্ত্রে ব্রহ্মকে অব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়াতীতও বলে উপদেশ দিয়েছেন। 'কেন' উপনিষদে আছে, 'সেই ব্রহ্মে চক্ষু গমন করে না তর্থাৎ চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না, বাক্য দ্বারা তাকে প্রকাশ করা যায় না এবং মন দ্বারাও তাকে মনন বা চিন্তা করা যায় না'। সোজা কথায় ব্রহ্ম চক্ষু, কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরাকার। ঈশ উপনিষদে আছে- 'যিনি ব্রহ্ম হতে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত ভূত বা বস্তুকে আত্মাতেই দর্শন করেন এবং সমস্ত ভূত বা বস্তুর মধ্যে নিজের আত্মাকেই দর্শন করেন, তিনি এ রকম দর্শনের পর কাউকে ঘৃণা করেন না'। অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বভূতে বিরাজমান। একমাত্র নিরাকার বস্তুই সর্বভূতে বিরাজিত থাকতে পারে।

বেদান্ত মতে ঈশ্বর স্বরূপত নির্গুণ, নিরাকার এবং অব্যক্ত হলে ঈশ্বরের সাকার রূপের কল্পনা কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে, 'বৃদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ' অর্থাৎ উৎপাসনার সুবিধার্থে ব্রহ্মের পাদ আদি রূপ কল্পনা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে,ব্রহ্ম চার পাদ ও ষোড়শ-কলা বিশিষ্ট। প্রকাশবান, অনন্তবান, জ্যোতিষ্মান ও আয়তনবান এই হল ব্রহ্মের চার পাদ। প্রতি পাদে চার কলা রয়েছে। প্রকাশবানে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক নামক কলা, অনন্তবানে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক ও সমুদ্র নামক কলা, জ্যোতিষ্মানে অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ নামক কলা এবং আয়তনবানে প্রাণ চক্ষু, কর্ণ ও মন নামক কলা রয়েছে। ব্রহ্মের এই সাকার রূপ কাল্পনিক ও রূপক কারণ কোন বস্তুর রূপ ঐ রকম থাকতে পারে না। মূলত ব্রহ্মকে সহজ উপায়ে চিন্তা করার জন্য তাঁর রূপের কল্পনা করা হয়েছে।ব্রহ্মসূত্রে আছে- 'স্থানবিশেষাৎ, প্রকাশাদিবৎ' অর্থাৎ স্থান বিশেষের জন্য ব্রহ্মের সাকার রূপ কল্পনা করা হয়ে থাকে; যেমন- আকাশ, আলোক প্রভৃতির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। একটি ঘটের মধ্যস্থ আকাশ আর বাইরের আকাশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, শুধু নাম বা উপাধির পার্থক্য থাকে। তদ্রূপ ঘরের ভেতরের আলো ও বাইরের আলো একই, শুধু পৃথক নাম ও উপাধি দেয়া হয় মাত্র। যখন ঘটের বিনাশ হয় তখন ঘটের ভিতরের ও বাইরের আকাশ এক হয়ে যায়, তেমনি ঘরের বিনাশ হলে ঘরের ভেতরের ও বাইরের আলো এক হয়ে যায়। শুধু নাম বা উপাধির জন্যই নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার বলে মনে হয়।

জ্ঞানযোগীর নিকট ব্রহ্ম নিরাকারও হলে ভক্তের নিকট ব্রহ্ম সাকার ও সচ্চিদানন্দময়। ভক্তগণ সগুণ ব্রহ্ম বা ভগবানের সাথে প্রভূ, বন্ধু, মাতা, পিতা প্রভৃতি সম্বন্ধ পাতিয়ে তাঁর মূর্তিতে পূজা-অর্চনা করে আনন্দ পান। তারা অনমত্ব ও অসীম ঈশ্বরকে ভক্তিডোরে বেঁধে সীমার মাঝে আনতে চান। কিন্তু ভক্ত যখন সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে পরাভক্তি অর্জন করেন, তখন ঈশ্বরকে কোন বিশেষ মূর্তির মধ্যে না দেখে সর্বভূতেই দর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বাইরে নয়, অন্তরেই অবস্থান করেন। সাধক মূলত অন্তরের ঈশ্বরের প্রতিবিম্বই বাইরে দর্শন করেন।

ঈশ্বর যদি নিরাকারই হয়ে থাকেন তবে তিনি সাকার হন কিভাবে? অনেক সাধক সাধনাবলে ঈশ্বরের সাকার রূপ দর্শন করতে পারেন; কিন্তু কিভাবে? ঈশ্বরের সাকার রূপ আসলে কি? মূলত পাত্রভেদে ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার। মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্ন আকার-আকৃতি চিন্তা করে। যে ভক্ত বুদ্ধি বা জ্ঞান-বিচার করে উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বর সাকার এবং সাধনাবলে তাঁকে দর্শন করা সম্ভব, সে ভক্তের মনে ঈশ্বরের একটি কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয়। ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি মন এবং মনের অধিপতি বুদ্ধি বা জ্ঞান। ভক্তের জ্ঞান-বুদ্ধি বলে ঈশ্বর সাকার। যেহেতু বুদ্ধি মনের অধিপতি সেহেতু বুদ্ধির নির্দেশে ভক্তের মনে ঈশ্বরের একটি চিত্র অঙ্কিত হয়। ঈশ্বরের সে চিত্রকে প্রত্যক্ষ করার জন্য তাঁর মন পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়কে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ও ত্বক) নির্দেশ দেন। তখন ভক্ত সাধনাবলে যে মায়াকে বশীভূত করতে পেরেছেন, সে মায়া তাঁর পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে। পরিশেষে ভক্ত মনের কল্পিত ঈশ্বররের মায়াময় রূপ চক্ষুর সম্মুখে দর্শন করেন। মায়া দ্বারা বশীভূত ঐ চক্ষুই দিব্য-চক্ষু নামে খ্যাত। সুতরাং ঈশ্বর স্বরূপত নিরাকার এবং তাঁর সাকার রূপ মূলত মায়াময়। মায়া যেহেতু অস্থায়ী, সেহেতু ঈশ্বরের সাকার রূপও অস্থায়ী।

ঈশ্বরের সাকার রূপ একেক জনের নিকট একক রকম। দপর্ণের সম্মুখে কোন বস্তু রাখলে দর্পণে বস্তুটির যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তা দেখে মনে হয় যে, ঐ দর্পণের মধ্যে বস্তুটির অস্তিত্ব আছে। তদ্রূপ অন্তকরণে থাকা ঈশ্বরের কাল্পনিক রূপের প্রতিবিম্ব দেখে মনে হয় সাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যিনি জ্ঞানযোগী তিনি জ্ঞান-বিচার করে উপলব্ধি করেন- ঈশ্বর নিরাকার। ফলে তাঁর মনে ঈশ্বরের কোন কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয় না। তিনি মায়াকে বশীভূত করেছেন বলে তাঁর সম্মুখে ঈশ্বরের কোন মায়াময় সাকার রূপও উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানযোগীরা ঈশ্বরকে বড় জোর কোন জ্যোতি বা আলোকরশ্মি রূপে কল্পনা করেন কিন্তু কখনই সাকার মূর্তির কল্পনা করেন না। জ্ঞানযোগীরা বলেন, ঈশ্বরের যদি দেহ থাকে তবে তাঁর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চৈতন্য থাকবে। যদি ঈশ্বরের মন থাকে তবে তাঁর ইচ্ছা, চিন্তা, সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি থাকবে কারণ এগুলো মনের বৃত্তি। কিন্তু ঈশ্বর তো সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতির ঊর্ধে, কেননা ঐ সব গুণ থাকলে ঈশ্বর পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়বেন। আবার দেহ ও মন যেহেতু নশ্বর, সেহেতু ঈশ্বরও নশ্বর হবেন। সুতরাং যেহেতু ঈশ্বর অবিনশ্বর সেহেতু তিনি সাকার নন।

অদ্বৈত বেদান্তবাদীদের মতে ঈশ্বর ও জীবে কোন ভেদ নেই অর্থাৎ জীবই ঈশ্বর কিন্তু মায়ার কারণে মনে হয় ঈশ্বর জীব থেকে পৃথক। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে- সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মঅর্থাৎ সব কিছুই ব্রহ্ম। কঠ উপনিষদে আছে, 'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাসিত্ম কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।' অর্থাৎ এই জগতে ব্রহ্ম হতে পৃথক কিছুই নেই, এই তত্ত্বটি সংস্কৃত মন দ্বারাই উপলব্ধি করতে হবে। যে ব্যক্তি এই জগৎকে ব্রহ্ম হতে পৃথক মনে করে, সে মৃত্যু হতে মুক্তি পায় না। মানুষ এভাবে প্রতিটি বস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে তাঁর হিংসা দূরীভূত হয়ে যেত কারণ যাকে হিংসা করবে সেও তো ঈশ্বর। পরিশেষে একথাই বলা চলে যে, ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য এবং অসীম। তাই সীমাবদ্ধ চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অব্যক্ত বলেই দুর্লভ। ঈশ্বর যদি সুলভ বস্তু হতেন, তবে তিনি সকলের পরম আরাধ্য হতেন না।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সিনেমার খবর

cinema TV

## ধর্মেন্দ্র-শাবানার যে দৃশ্যে অবাক দর্শকরা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে করণ জোহরের সিনেমা 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি'। সিনেমাটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে দর্শকরা সাক্ষী হয়েছেন আরেক ভালোবাসার গল্পের। কমল লুন্ড আর যামিনী চট্টোপাধ্যায়ের। এই দুই চরিত্রে প্রাণ সঞ্চার করেছেন ধর্মেন্দ্র আর শাবানা আজমি। দুজন ঠোঁটে ঠোঁট রাখতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন দর্শকরা। সেই দৃশ্য নিয়ে এখন নেটপাড়াতে চলছে জোর চর্চা।

দুই প্রবীণ তারকার চুমুর দৃশ্যে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে দুই অভিনেতার ঘনিষ্ঠ দৃশ্য অনেকেই মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু ধর্মেন্দ্রর মতে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রেমের কোনো বয়স হয় না।

ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, করণ জোহর যখন তাকে এমন চুম্বন দৃশ্যের কথা জানিয়েছিলেন। আলাদা কোনো অনুভূতি ছিল না। কারণ তিনি ও শাবানা আজমি দুজনেই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝেছিলেন।

তাদের দুজনের এমন দৃশ্যে দর্শকরা অবাক হয়েছেন। সিনেমা হলে চিৎকার করেছেন। এ খবর ধর্মেন্দ্রর কানে পৌঁছায়। তবে দৃশ্যটি নিয়ে তিনি বেশ খুশি। কারণ তা অত্যন্ত নান্দনিকভাবে শুট করা হয়েছে বলেই মনে করেন কিংবদন্তি অভিনেতা। যেকোনো বয়সের মানুষ চুম্বনের মাধ্যমে ভালোবাসা ব্যক্ত করতে পারেন বলে মনে করেন তিনি।

ধর্মেন্দ্র জানান, এই প্রথম নয়, এর আগেও তিনি 'লাইফ ইন এ মেট্রো' সিনেমায় এমন চুম্বন দৃশ্যে অভিনয় করেছেন। সে ছবিতে অভিনেতার বিপরীতে ছিলেন নাফিসা আলি। সে সময়ও প্রশংসা পেয়েছিলেন বলেই জানান বর্ষীয়ান অভিনেতা। এবারও দর্শকদের প্রতিক্রিয়ায় তিনি খুশি।

## তামান্নার সেই 'পঞ্চম বৃহৎ হিরা'র রহস্য ফাঁস করলেন প্রেমিক বিজয়!

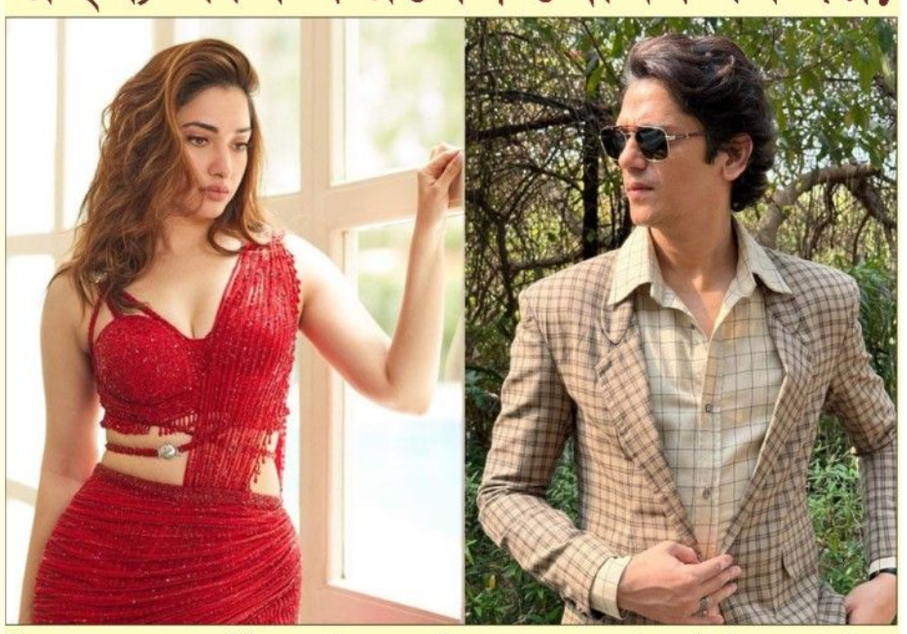

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** কখনও প্রেম কখনও আবার নতুন ছবি- শেষ কয়েক মাসে অনেকবার শিরোনামে উঠে এসেছে ভারতের দক্ষিণী সিনেমা ও বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়ার নাম। তবে এক সপ্তাহ ধরে হিরার আংটির কারণে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এই নায়িকা। বলিপাড়ার অন্দরের খবর অভিনেত্রীর কাছে নাকি রয়েছে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম হিরা। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই জল্পনা তুঙ্গে। তা হলে কি লুকিয়ে প্রেমিক বিজয় বার্মার সঙ্গে বাগদান সেরে ফেলেছেন তামান্না? তবে জানা গেছে, অভিনেতা রাম চরণের স্ত্রী উপাসনা কোনিডেলা নাকি দু'কোটি রুপি হিরা উপহার দিয়েছেন। কিন্তু সকলেই প্রথমে মনে করেছিলেন এই উপহার বুঝি দিয়েছেন বিজয়।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর নায়িকাকে অভিনেতা কী বলেছিলেন জানেন?

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা সেই গল্পই বলেন। তিনি বলেন, "পুরোটাই ভুয়া খবর। ওটা একটা বোতলের ঢাকনা। যা নিয়ে ওরা মজা করছিল। যা থেকে এত ভুয়া খবর তৈরি হয়ে গেছে। আর দু'কোটি রুপিতে পঞ্চম বৃহৎ হিরা কোথায় পাওয়া যায়?"

নায়ক বলেন এই ঘটনার পর তিনি তামান্নাকে মেসেজও করেছিলেন। যদিও এই কথা বেশ কিছু দিন আগে ইনস্টাগ্রামে ভাগ করে নিয়েছেন নায়িকাও। তিনি স্টোরিতে লেখেন, "আমরা মজা করছিলাম। এটি একটি বোতলের ঢাকনা। যা দেখে সকলে ভেবে বসেছিলেন হিরা। আসলে আমরা একটি শুটিং করছিলাম। সেটারই ছবি ছিল ওটা।"

এই স্টোরি দেখে বিজয় তামান্নাকে কী বলেছিলেন তা সাক্ষাৎকারে ভাগ করে নেন অভিনেতা। তিনি বলেন, "আমি তামান্নাকে বলেছি সব ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে। স্টোরিতে আমার নাম কেন উল্লেখ করোনি?"

আপাতত তাদের প্রেমকাহিনিতে মজে আছে দর্শক। কিছু দিন আগে তামান্নার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তের অভিজ্ঞতাই ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেতা। তিনি জানান, প্রথমবার 'লাস্ট স্টোরিজ ২'-এর অন্যতম পরিচালক সুজয় ঘোষের অফিসেই অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ হয় তার। কথাবার্তা বলে একে অপরের সঙ্গে সাবলীল হওয়ার চেষ্টা করছিলেন তারা দু'জনেই। এরপর থেকে ধীরে ধীরে তাদের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

## ফের করণ জোহরকে কটাক্ষ কঙ্গনার

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** তাদের 'আদায়-কাঁচকলায়' সম্পর্কের কথা কারও অজানা নয়। সময়-অসময়ে ভারতীয় পরিচালক করণ জোহরকে কথা শোনাতে পেছপা হননি কঙ্গনা রানাউত। অভিনেত্রীকে পাল্টা কথা ফিরিয়ে দিয়েছেন করণও। এবার করণের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি' নিয়ে কটাক্ষ করেছেন কঙ্গনা।

গত ২৮ জুলাই মুক্তি পাওয়া এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন রণবীর সিংহ ও আলিয়া ভাট। ছবিটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমন পরিস্থিতিতেই করণ জোহরকে কটাক্ষ করলেন ভারতীয় অভিনেত্রী। আর রণবীর সিংকে দিলেন পরামর্শ।

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কঙ্গনা লেখেন, দর্শককে আর বোকা বানানো যাবে না। তারা নকল সেট, নকল কস্টিউমে ভরা এমন ভয়ংকর আর খারাপ সিনেমা রিজেক্ট করেছেন। কারা এমন পোশাক পরে আর দিল্লিতে এমন ঘর কোথায়? যা তা! নিজের নয়ের দশকের ছবিগুলোকেই নকল করেছে, করণ জোহরের লজ্জা হওয়া উচিত। আর এই বোকাবোকা সিনেমা তৈরি করতে ২৫০ কোটি টাকা কীভাবে খরচ হতে পারে? কারা এদের টাকা দেয়, যেখানে টাকার অভাবে প্রতিভাবান লোকেরা ভাল কাজ করতে পারেন না।

এরপরই আবার কঙ্গনা জানান, ভারতীয় দর্শকরা তিন ঘণ্টা ধরে পরমাণু বোমা তৈরির ইতিহাস দেখছেন আর 'নেপো গ্যাং' সেই শাশুড়ি-বউমার কান্নাকাটি নিয়ে এসেছে।

অভিনেত্রী আর লেখেন, করণ জোহরের লজ্জা হওয়া উচিত। নিজেকে আবার ভারতীয় সিনেমার ফ্ল্যাগ বিয়ারার বলে, আসলে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। টাকা নষ্ট না করে এবার অবসর নাও। নতুন প্রজন্মকে ভাল আর নতুন সিনেমা তৈরি করতে দাও।

এরপরই রণবীর সিংকে করণ জোহরের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার পরামর্শ দেন কঙ্গনা। জানান, রণবীরের ধর্মেন্দ্র বা বিনোদ খান্নার মতো স্বাভাবিক পোশাক পরা উচিত। কার্টুনের মতো দেখতে হিরোকে ভারতীয় দর্শক মেনে নেবেন না বলেও কটাক্ষ করেন অভিনেত্রী।

## ভেঙে যাচ্ছে ফারদিনের ১৮ বছরের সংসার

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** নাতাশা মাধবনীর সঙ্গে বলিউড অভিনেতা ফারদিন খানের দাম্পত্যে ফাটল ধরেছে বলে শোনা যাচ্ছে। যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা বিবাহবিচ্ছেদের পথে এগোচ্ছেন বলে গুঞ্জন বলিউডে।

জানা গেছে, এক বছরের বেশি সময় ধরে ফারদিন এবং তার স্ত্রী নাতাশা আলাদা থাকেন। মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছিল তাদের। কিছুতেই পরিস্থিতি সামলানো যাচ্ছিল না। তাই তারা আইনিভাবে আলাদা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও ফারদিন এবং নাতাশা এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু বলেননি। ফারদিন মুম্বাইয়ে তার মায়ের বাড়িতে থাকেন। অ্যাদিকে নাতাশা এখন থাকেন লন্ডনে।

২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তারা বিয়ে করেন। তাদের এক কন্যা এবং এক পুত্র রয়েছে। ২০১০ সালে বড়পর্দায় দেখা গিয়েছিল ফারদিনকে, 'দুলহা মিল গেয়া' ছবিতে। তারপর অভিনয় থেকে বিরতি নিয়েছিলেন তিনি। পরিবার, সংসার নিয়েই ব্যস্ত রেখেছিলেন নিজেকে।

সম্প্রতি ফের বলিউডে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন ফারদিন। রিতেশ দেশমুখের সঙ্গে 'বিস্ফোট' নামের একটি ছবিতে দেখা যাবে তাকে। শুধু তাই নয়, 'নো এন্ট্রি'র সিকুয়েলেও দেখা যেতে পারে তাকে।

মৌসুম শুরুর আগেই

# এমবাপ্পের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করতে চায় মাদ্রিদ

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** আগস্টের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ লা লিগার নতুন মৌসুম শুরুর আগেই কিলিয়ান এমবাপ্পের সাথে চুক্তির বিষয় চূড়ান্ত করতে চায় রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগা ক্লাবের একটি সূত্র ইএসপিএনকে এই তথ্য নিশ্চিত করে জানিয়েছে মাদ্রিদ এখনো এমবাপ্পে ও একইসাথে পিএসজির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। পিএসজি ইতোমধ্যেই বেশ স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দিয়েছে আগামী বছর ফ্রি ট্রান্সফার এড়ানোর জন্য এমবাপ্পেকে এবারের গ্রীষ্মেই তারা ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু স্পেন ও ফ্রান্সে ২০২৩-২৪ মৌসুম শুরুর দুই সপ্তাহ বাকি থাকলেও দুই ক্লাবের মধ্যে এ ব্যাপারে এখনো কোন চূড়ান্ত আলোচনা হয়নি। মাদ্রিদ এখনো আশাবাদী। যদিও সূত্রটি জানিয়েছে পিএসজি যদি আলোচনা শুরু করতে আগ্রহ দেখায় তবে মাদ্রিদও এই চুক্তির বিষয়ে প্রস্তুত আছে। স্প্যানিশ জায়ান্টরা জানে এমবাপ্পেকে দলে নিতে হলে তাদের অন্তত ২০০ মিলিয়ন ইউরোর উপর ব্যয় করতে হবে, সাথে অন্যান্য আনুষাঙ্গিক আরো ব্যয় রয়েছে। রিয়াল চাচ্ছে ২০২৯ সাল পর্যন্ত এমবাপ্পের সাথে ছয় বছরের চুক্তি করতে। ইংলিশ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামের চুক্তির সাথে মিলিয়ে এমবাপ্পের সাথে চুক্তি করতে চাচ্ছে মাদ্রিদ। এবারের গ্রীষ্মে ১০৩ মিলিয়ন ইউরেরা সাথে আরো সব মিলিয়ে ৩০ শতাংশ যোগ করে বেলিংহামের সাথে চুক্তি করেছে মাদ্রিদ। স্প্যানিশ জায়ান্টদের আশা ভিনিসিয়াস জুনিয়রের সাথে এমবাপ্পে ও বেলিংহাম মিলে ক্লাবের নতুন প্রকল্পকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। করিম বেনজেমা ক্লাব ছেড়ে চলে যাওয়ায় তার জায়গা এমবাপ্পে ও বেলিংহামকে দিয়ে পূরণ করতে চায় মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ। আগামী ডিসেম্বরে ক্লাবের হোম গ্রাউন্ড সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর নতুন রূপ সকলের সামনে উন্মুক্ত করতে চায় মাদ্রিদ। আর সেখানে মূল খেলোয়াড় হবেন এমবাপ্পে ও বেলিংহাম। এমবাপ্পের দলভুক্তি মাদ্রিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ কোচ কার্লো আনচেলত্তি এবার একমাত্র সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে দলে নিয়েছে জোসেলুকে। বেনজেমা সৌদি আরবে চলে যাওয়ায় দলের নাম্বার নাইন পজিশন খালি পড়ে আছে। এনিয়ে বেশ কয়েকবার এমবাপ্পের প্রতিনিধির সাথে রিয়ালের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে। স্প্যানিশ বিভিন্ন গণমাধ্যমের দাবি পিএসজি এমবাপ্পের জন্য ২৫০ মিলিয়ন ইউরো হাঁকিয়েছে। কিন্তু ইএসপিএন সূত্র বলছে প্যারিসের ক্লাবটি আলোচনার মাধ্যমে এর থেকে কম অর্থও শেষ পর্যন্ত মেনে নিবে। পিএসজি বর্তমানে বার্সেলোনা থেকে ওসমানে ডেম্বেলের সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এর আগে মাদ্রিদ এমবাপ্পের জন্য ২০২৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু আগামী বছর প্রিমিয়ার লিগের যেকোন ক্লাব এমবাপ্পের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে, এমন আশঙ্কায় আর ঝুঁকি নিতে চায়নি মাদ্রিদ। চুক্তির বিষয়ে ক্লাবের পক্ষ থেকে অবশ্য সরাসরি কেউই কিছু বলছে না।

# বিশ্বকাপে হিজাব পরে খেলতে নেমে ইতিহাস গড়লেন বেনজিনা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বিশ্বকাপ ফুটবলে ইতিহাস তৈরি করলেন মরক্কোর নোহাইলা বেনজিনা। নারী বিশ্বকাপের ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে তিনি মাঠে নেমেছেন হিজাব পরে। এই প্রথম কোনও ফুটবলার বিশ্বকাপের ম্যাচ খেললেন হিজাব পরে।

ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, ধর্মীয় কারণেও মাথা ঢেকে মাঠে নামা যেত না। ফুটবলারদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার স্বার্থেই এই নিয়ম ছিল। ২০১৪ সালে এই নিয়ম প্রত্যাহার করে নেয় ফিফা। ফলে হিজাব পরে খেলার ক্ষেত্রে এখন আরও কোনও বাধা নেই। শনিবার দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে মরক্কোর নারী ফুটবল দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বেনজিনা মাঠে নামেন হিজাব পরে। পুরুষ বা নারীদের বিশ্বকাপ মিলিয়ে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

হিজাব পরে মাঠে নামায় বেনজিনার প্রশংসা করেছেন মুসলিম উইমেন ইন স্পোর্টস নেটওয়ার্কের সহ-প্রতিষ্ঠাতা আসমা হেলাল বলেছেন, 'বেনজিনাকে দেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীরা অনুপ্রাণিত হবে। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু ফুটবলাররা নয়। যারা সিদ্ধান্ত নেন, কোচেরা এবং অন্য খেলার সঙ্গে যুক্তরাও ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত হবে।'

বেনজিনার হিজাব পরে খেলার সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন সতীর্থেরাও। দলের অধিনায়ক গিজলেন চেবাক বলেছেন, 'নারীদের বিশ্বকাপে আরব বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে আমরা যোগ্যতা অর্জন করেছি। বিশ্বকাপ খেলতে পারা আমাদের কাছে গর্বের। দেশের খেলাধুলার সম্পর্কে বিশ্বের ধারণা উন্নত করার গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে আমাদের কাঁধে।'

বেনজিনা পেশাদার ফুটবলার। তিনি মরক্কোর অ্যাসোসিয়েশনের স্পোর্টস অফ ফোর্সেস আর্মড রয়্যাল ক্লাবের হয়ে খেলেন। তার ক্লাব মরক্কোয় নারীদের লিগে টানা আট বারের চ্যাম্পিয়ন। মরক্কোর অন্যতম সেরা নারী ডিফেন্ডার ২৪ বছরের এই ফুটবলার।

নারীদের বিশ্বকাপে গ্রুপ এইচ-এ জার্মানির কাছে ৬-০ গোলে হেরে গিয়েছিল মরক্কো। দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন তারা। এই ম্যাচেও ১-০ গোলের হেরেছেন বেনজিনারা। এ বারই প্রথম নারীদের বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে মরক্কো।

নতুন ঠিকানা খুঁজে পেলেন রদ্রিগেস

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** অলিম্পিয়াকোস ছেড়ে দেওয়ার পর কেটে গেছে তিন মাস। অবশেষে নিজের নতুন ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন হামেস রদ্রিগেস। ফ্রি ট্রান্সফারে সাও পাওলোতে যোগ দিয়েছেন কলম্বিয়ার এই মিডফিল্ডার।

রদ্রিগেসের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করার কথা ইতোমধ্যে নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলের ক্লাবটি। এভারটনে যোগ দেওয়ার পর টানা চার মৌসুমে চারটি ভিন্ন ক্লাবে খেলতে যাচ্ছেন ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

২০২০ সালে ইংলিশ ক্লাবটিতে যান রদ্রিগেস। পরের বছর কাতারের ক্লাব আল রাইয়ানে তাকে বিক্রি করে দেয় এভারটন। ফ্রি ট্রান্সফারে ২০২২ সালে অলিম্পিয়াকোসে যোগ দেন কলম্বিয়ান মিডফিল্ডার। গত এপ্রিলে গ্রিক ক্লাবটি তাকে ছেড়ে দিলে এবার তিনি নাম লেখালেন সাও পাওলোতে।

২০০৬ সালে কলম্বিয়ার এনভিগাদোর হয়ে পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু করেন রদ্রিগেস। এরপর থেকে এনিয়ে ১০টি ভিন্ন দেশের ১০টি ক্লাবে খেলতে যাচ্ছেন তিনি।

ইউরোপের শীর্ষ কয়েকটি ক্লাবেও খেলার অভিজ্ঞতা আছে রদ্রিগেসের; রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ, মোনাকো ও পোর্তো। রিয়ালের হয়ে জিতেছেন দুটি করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগা শিরোপা। ইউরোপা লিগ জিতেছেন পোর্তোর জার্সিতে।

২০১৪ সালের বিশ্বকাপে ছয়টি গোল করে গোল্ডেন বুট জেতেন রদ্রিগেস। বৈশ্বিক আসরের পরপরই তার সঙ্গে ২০২০ সাল পর্যন্ত চুক্তি করে রিয়াল। মাঝে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দুই মৌসুম ধারে বায়ার্নে খেলেন তিনি। জার্মান ক্লাবটির হয়ে জেতেন দুটি বুন্ডেসলিগা ও একটি জার্মান কাপ।

ফুটবলের বাজার

# বদলে দিয়েছে সৌদি লিগ: গার্দিওলা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলাকে ভাবিয়ে তুলছে সৌদি আরব। লড়াইটা মূলত ফুটবলারদের ধরে রাখার, যে হারে লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে দেশটির ক্লাবগুলো খেলোয়াড়দের দলে ভেড়াচ্ছে তাতে চিন্তিত এই স্প্যানিশ কোচ। সৌদি আরব ফুটবলের বাজার বদলে দিয়েছে বলে মনে করছেন গার্দিওলা। ক্লাবগুলোকেও তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, কারণ ভবিষ্যতে এর প্রভাব আরও বিস্তার লাভ করবে।

গত ডিসেম্বরে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে দিয়ে শুরু। বড় কোনো তারকা হিসেবে তিনিই প্রথম সৌদি লিগের দল আল-নাসরে যোগ দেন। এরপর লিওনেল মেসি, নেইমার জুনিয়র ও কিলিয়ান এমবাপ্পের দিকেও দেশটি হাত বাড়িয়েছিল। তবে তারা সাড়া না দিলেও একে একে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন দেশটির বিভিন্ন ক্লাবে।

এর আগে আল নাসর গত বছরের ডিসেম্বরে রেকর্ড বেতনে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে দলভুক্ত করে। পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী পর্তুগিজ তারকার পর ছয় মাসের মধ্যে আরও বড় বড় নাম সেখানে যুক্ত হবে, কেউ এমনটা ধারণা করেনি বলে মন্তব্য করেন গার্দিওলা, 'সৌদি আরব (ফুটবলের) বাজার বদলে দিয়েছে। কয়েক মাস আগে একমাত্র ক্রিশ্চিয়ানোই গিয়েছিল। তখন কেউ ধারণা করেনি, সৌদি লিগে এতগুলো সেরা খেলোয়াড় খেলবে।'

৫২ বছর বয়সী এই কোচের মনে হচ্ছে, সৌদি প্রো লিগের দলগুলো ভবিষ্যতে ইউরোপ থেকে আরও বেশি খেলোয়াড় নেবে, বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের ভাবা দরকার, 'ভবিষ্যতে আরও সেরা মানের খেলোয়াড় সেখানে যাবে। এ জন্য ক্লাবগুলোর সতর্ক হওয়া দরকার যে কী ঘটতে চলেছে। রিয়াদ অবিশ্বাস্য প্রস্তাব পেয়েছে। এ কারণে আমরা ওকে "যেয়ো না" বলতে পারিনি।'

রোনালদো ছাড়াও সৌদি প্রো লিগে চলতি দলবদলে আরও যোগ দিয়েছেন করিম বেনজেমা (রিয়াল মাদ্রিদ থেকে আল ইত্তিহাদ), রবার্তো ফিরমিনো (লিভারপুল থেকে আল আহলি), জর্ডান হেন্ডারসন (লিভারপুল থেকে আল ইত্তিফাক), এনগোলো কান্তে (চেলসি থেকে আল ইত্তিহাদ), এদুয়ার্দো মেন্দি (চেলসি থেকে আল আহলি), মুসা দেম্বেলে (লিওঁ থেকে আল ইত্তিফাক), রুবেন নেভেস (উলভস থেকে আল হিলাল), কালিদু কুলিবালি (চেলসি থেকে আল হিলাল), মার্সেলো ব্রজোভিচ (ইন্টার মিলান থেকে আল নাসর) ও অ্যালেক্স তেলেস (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে আল নাসর)।

পাঁচটি শট গোলপোস্টে লেগে ব্যর্থ;

# যা বললেন রিয়াল কোচ

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** প্রাক-মৌসুম প্রীতি ম্যাচ হলেও বছরের প্রথম 'এল ক্লাসিকো' নিয়ে উত্তেজনা কম ছিল না। তাইতো রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে নেমেছিল বার্সেলোনা। অন্যদিকে তরুণদের সমন্বয়ে গড়া একাদশ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। দিনশেষে বার্সার কাছে তার শিষ্যরা ৩-০ ব্যবধানে উড়ে গেছে।

এদিন রিয়ালের একে একে পাঁচটি শট গিয়ে লাগে বার্সার গোলপোস্টে। তাতে ভক্তদের সঙ্গে দলেরও হতাশ হওয়ার কথা, বাস্তবে তাই হয়েছে। যদিও দলের সার্বিক পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট আনচেলত্তি।

২৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের আরলিংটনের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামে রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-০ গোলে হারায় বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে ওসমান দেম্বেলের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ফেরমিন লোপেজ মার্টিন ও ফেরান তোরেস বাকি দুই গোল করেন। রিয়ালের হয়ে পেনাল্টি পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন ভিনিসিউস জুনিয়র।

শুধু তাই নয়, রিয়ালের গোলমুখে নেয়া মোট পাঁচটি শট গোলপোস্টে লেগে ফিরে আসে। সেগুলো কাজে লাগাতে পারলে ফল ভিন্ন কিছু হতে পারত। এ বিষয়ে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেন, ;ম্যাচটিতে পাঁচটি সুযোগ গোলপোস্টে লেগে ব্যর্থ হয়েছে। এটি বিরল ঘটনার মধ্যে পড়ে। মনে হয়েছে, কোনো দেয়াল তৈরি হয়েছিল, তাতে লেগে বল বারবার ফিরে আসছিল। তবে দলের পারফরম্যান্সে আমি সন্তুষ্ট।'

আনচেলত্তি আরও বলেন, 'এই দলে অনেক তরুণ খেলেছে। তাদের একটু পরীক্ষা করে নিতে চেয়েছিলাম। ভালোই খেলেছে সকলে। এভাবে এগিয়ে যেতে পারলে ভালো কিছু সম্ভব। আমরা কোনো স্ট্রাইকার ছাড়াই অসাধারণ খেলেছি। এই দলের দারুণ ভবিষ্যত রয়েছে।'

লারা-দ্রাবিড়কে টপকে

# শচীনের পাশে রুট

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলমান অ্যাশেজ সিরিজে ৫ টেস্টে ৪১২ রান করেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক জো রুট। এ নিয়ে ১৯তম বারের মতো টেস্ট সিরিজে ৩শ' বা তার বেশি রান করার নজির গড়লেন রুট। যার সুবাদে ভারতের সাবেক মাস্টার ব্লাস্টার ব্যাটার শচীন টেন্ডুলকারের পাশে বসলেন রুট।

টেস্ট সিরিজে ১৯বার ৩শ' বা তার বেশি রানের রেকর্ড আছে টেন্ডুলকারের। এ তালিকায় যৌথভবে শীর্ষে আছেন টেন্ডুলকার ও রুট।

এ তালিকায় যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা ও ভারতের রাহুল দ্রাবিড়। ১৮বার করে টেস্ট সিরিজে অন্তত ৩শ' রান করেছেন লারা ও দ্রাবিড়।

যৌথভাবে তালিকার তৃতীয়স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং এবং ইংল্যান্ডের অ্যালিস্টার কুক। ১৭বার করে টেস্ট সিরিজে অন্তত ৩শ' রান করেছেন তারা।

ওভালে চলমান সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টের দুই ইনিংসে ৫ ও ৯১ রান করেন রুট। সিরিজে ১টি সেঞ্চুরি ও ২টি হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।

ইংল্যান্ডের পরবর্তী টেস্ট সিরিজ ভারতের বিপক্ষে। আগামী বছরের জানুয়ারিতে ভারত সফরে পাঁচ ম্যাচের টেস্টে সিরিজ খেলবে ইংলিশরা। ওই সিরিজে অন্তত ৩শ' রান করলে টেন্ডুলকারকে টপকে এককভাবে রেকর্ডের মালিক হয়ে যাবেন রুট।

বিখ্যাত সেই ৭ নম্বর জার্সি:

# ভিনি বললেন, 'রোনালদো আমার আদর্শ'

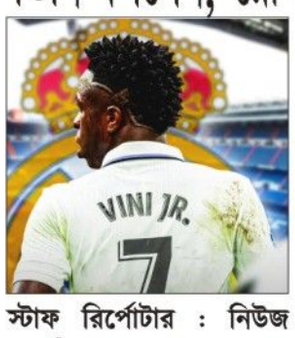

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ২০১০ সালের পর সাত নম্বর জার্সিটাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। রিয়াল মাদ্রিদে এই জার্সি পরেই রাজত্ব করেছেন তিনি। সেই জার্সি এখন পেয়েছেন দলটির ব্রাজিলিয়ান তরুণ তুর্কি ভিনিসিউস জুনিয়র।

রোনালদোর মহাভক্ত ভিনিসিউস জুনিয়র অনেকবারই ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। আরও একবার ভিনির মুখে শোনা গেল রোনালদোর স্তুতি।

প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতির ম্যাচে ৭ নম্বর জার্সি পরেই খেলেছেন ব্রাজিল তারকা ভিনি। যিনি আগের ম্যাচগুলোতে ২০ নম্বর জার্সি পরে খেলতেন। মাঠে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখানোয় রোনালদোর বিখ্যাত ৭ নম্বর জার্সি ভিনিকেই দিয়েছে রিয়াল।

এই নম্বরটি রিয়ালের অনেক কিংবদন্তি গায়ে চড়ালেও ভিনির উচ্ছ্বাস মূলত রোনালদোর জন্য। নতুন জার্সি পরে এক প্রতিক্রিয়ায় ভিনিসিয়ুস বলেছেন, 'এই জার্সি পরতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ। এর আগে অনেক কিংবদন্তি খেলোয়াড় এটি পরেছেন। এটা আমার কাছে বিশাল কিছু।'

রিয়াল মাদ্রিদে রোনালদো আর ভিনির একসঙ্গে খেলা হয়নি। ব্রাজিল তারকা যেবার রিয়ালে যোগ দিয়েছিলেন, সে বছরই স্প্যানিশ লিগ ছেড়ে জুভেন্তাসে পাড়ি জমান রোনালদো। কিছুদিন আগে অবশ্য সৌদিতে রোনালদোর সঙ্গে দেখাও করে এসেছেন ভিনি। একসঙ্গে খেলতে না পারলেও রোনালদোকে নিয়ে তার মুগ্ধতার শেষ নেই, 'এই সংখ্যা শৈশব থেকেই আমার খুব পছন্দের। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো আমার জন্য অনুপ্রেরণা। আমি তার সব খেলা দেখেছি। সে এই ক্লাবের একটি যুগের ধারক। সে আমার আদর্শ।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR